গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	মোঃ রইছউল আলম মন্ডল, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ ও সময়	:	২৯ জানুয়ারি ২০১৯ ও বেলা ১১.০০ টা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক' তে সংযুক্ত আছে।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করেন এবং বলেন এসব প্রতিশ্রুতির সাথে ইতোপূর্বে সমাপ্ত সরকারের মেয়াদে এবং বর্তমান মেয়াদেও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্বাচনী ইশতেহারেরও সম্পর্ক রয়েছে বিধায় এগুলি বাস্তবায়নে দ্রুততম সময়ে কার্যক্রম সম্পাদন করা বাঞ্চনীয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব সুবোল বোস মনি প্রথমে বিগত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় অগ্রগতির বিবরণ অন্তর্ভুক্তির সংশোধনীসহ কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হয়।

৩। সভায় কর্মকর্তাগণ নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

প্রতিশ্রুতিঃ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১	সিরাজগঞ্জে সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা।	বাস্তবায়িত	প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়িত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (প্রাস-৪)/ যুগ্মপ্রধান/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২	মৎস্য চাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন।			
৩	জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ			
৪	গোপালগঞ্জ জেলায় হাঁস-মুরগির হ্যাচারি স্থাপন।			
৫	চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ			
৬	জাটকা ধরা বন্ধ রাখলে ১০ কেজির বদলে মাসিক ৩০ কেজি চাল প্রদান			

নির্দেশনাসমূহঃ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সকলকে সম্পৃক্ত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় জানান যে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) পরিকল্পনা কমিশন হতে প্রকাশিত এসডিজি Mapping অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয় ১১টি অভীষ্টের বিপরীতে ০৬টি লক্ষ্যমাত্রায় Lead হিসেবে, ০৩টি লক্ষ্যমাত্রায় co-lead এবং ২৯টি লক্ষ্যমাত্রায় Associate হিসেবে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৪ নং অভীষ্টের ০৬টি লক্ষ্যমাত্রার সাথে এ	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) সংক্রান্ত গৃহিত লক্ষ্যমাত্রা ফলোআপ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (সকল)/যুগ্মসচিব (সকল)/ যুগ্মপ্রধান/ সকল সংস্থা প্রধান

		মন্ত্রণালয় সরাসরি সংশ্লিষ্ট। উক্ত লক্ষমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। টেকসই মৎস্য আহরণের নিমিত্ত বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ ও এর মজুদ নির্ণয়ের জন্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর ভি মীন সন্ধানী" ক্রয় করে জরিপ কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। তাছাড়া গভীর সমুদ্রে টুনা জাতীয় মাছ আহরণের জন্য ১০টি লং লাইনার ও ০৭টি পার্স সেইনার ট্রলারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। সমুদ্রের ৩০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (Marine Protected Area, MPA) হিসেবে ঘোষণার নিমিত্ত চিহ্নিত করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা-১ ও ২ ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ গঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমে কো-লিড ও এসোসিয়েট হিসেবে কাজ করছে। মাছ, মাংস, ডিম ও দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এ সকল কার্যক্রমে সহায়তা করছে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মাছ, মাংস, ডিম ও দুধের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে।		
২.	সকল সরকারি ক্রয়ের দরপত্র ই-টেন্ডারিং ২০১৬ সালের মধ্যে করা যায় তা নিশ্চিত করতে হবে।	সকল সরকারি ক্রয়ের দরপত্র ই-টেন্ডারিং বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্য জানান যে, সকলেই বর্তমানে ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম করা হচ্ছে।	বাস্তবায়িত	অতিরিক্ত সচিব (সকল)/যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান/ সকল সংস্থা প্রধান
৩.	১০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চম-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে দক্ষতার সাথে কাজ করতে হবে।	১০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চম-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে দক্ষতার সাথে কাজ হচ্ছে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।	১০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চম-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে দক্ষতার সাথে কাজ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (সকল)/যুগ্মসচিব (সকল)/ যুগ্মপ্রধান/সকল সংস্থা প্রধান
৪.	হাওর এলাকায় অধিক পরিমাণে মৎস্য চাষ এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন সভায় জানান যে, হাওর ও বাওড় এলাকায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-মপ্রাম/মনিঃ-২/(একনেক)৩৫/২০১২/৩২৫; তারিখঃ ২০/১২/২০১২খ্রিঃ এর মাধ্যমে ০৪ (চার) সদস্যবিশিষ্ট একটি সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে অত্র কর্পোরেশন কর্তৃক ৬৫৫৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক একটি প্রকল্প (নেত্রকোণার মোহনগঞ্জ, কিশোরগঞ্জের ভৈরব এবং সুনামগঞ্জের সুনামগঞ্জ সদর) গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির আওতায় ইতোমধ্যে নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জে ২৫৮৭.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত কেন্দ্রটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০২-১১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে শুভ উদ্বোধন করা হয় এবং কেন্দ্রটিতে মৎস্য অবতরণ কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার মেঘনাঘাট নামক এলাকায় একটি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে ০.২৭৫২ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। উক্ত কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ৩০%। অন্যদিকে সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ওয়েজখালি ঘাট নামক স্থানে একটি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য	হাওর এলাকায় অধিক পরিমাণে মৎস্য চাষ এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ যুগ্মসচিব(মৎস্য)/ যুগ্মসচিব(ব্লু-ইকোনমি) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

		১.০০ (এক) একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ২৫%। তাছাড়া বর্তমানে হাওর এলাকাভূক্ত সুনামগঞ্জের দিরাই, হবিগঞ্জের বানিয়াচং এবং কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর উপজেলায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত কোল্ড স্টোরেজসহ একটি করে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণের ডিপিপি তৈরি করা হচ্ছে।		
৫.	এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রফতানি করা যেতে পারে	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, (ক) মৎস্য সম্পদের গুনগতমান নিশ্চিত করে প্রতিমাসে চীন, কোরিয়া, হংকং ও থাইল্যান্ডসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মাছ রপ্তানি করা হচ্ছে। ডিসেম্বর, ২০১৮ মাসে মধ্যপ্রাচ্যে মোট ৪৯৪.৬৩ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে সৌদিআরবে ৩২৩.৯২ মে.টন আহরিত মাছ রপ্তানি হয়েছে। (খ) বিষয়টি ফলোআপ করা হচ্ছে। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, গ) বাংলাদেশে গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ মুক্ত এলাকা কিংবা জোন সৃষ্টির লক্ষ্যে পাবনা জেলার ০৩ টি উপজেলায় টিকা প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে। ডিসেম্বর/২০১৮ ইং মাস পর্যন্ত ২১ হাজার ০৬ টি গবাদিপশুকে ক্ষুরারোগের টিকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগমুক্তকরণের লক্ষ্যে টিকা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। (ঘ) মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংস রপ্তানীর বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে অগ্রগতি জানানো হবে।	(ক) রপ্তানীযোগ্য মৎস্য সম্পদের গুনগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানী করতে হবে। (খ) মৎস্যসম্পদ রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। MOU সম্পাদনের বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে। গ. zoning কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরবর্তী সভায় জানাতে হবে। ঘ. মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংস রপ্তানির বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে অগ্রগতি জানাতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), যুগ্মসচিব (মৎস্য), মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৬.	বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনেতিক উন্নয়ন সম্ভব।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, নির্দেশনাটি চলমান। ক) বাংলাদেশ থেকে অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, রাশিয়াসহ প্রতিমাসে ইইউ এর বিভিন্ন দেশে হিমায়িত মাছ রপ্তারি করা হচ্ছে। ডিসেম্বর, ২০১৮ মাসে হিমায়িত মাছ রপ্তানি করে ৩৯.৪০ মিলিয়ন ইউ এস ডলার, ৪.৩২ মিলিয়ন ইউ এস ডলার মূল্যের বরফায়িত মাছ এবং ৪৮.৬৮ মিলিয়ন ইউ এস ডলার মূল্যের মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। খ) মাছের বর্জ্য/উপজাত হিসেবে ফিস স্কেল ও চিংড়ির খোসা রপ্তানি করা হচ্ছে। ডিসেম্বর, ২০১৮ মাসে মোট ১৪৭.১ মে.টন হিসেবে ফিস স্কেল ও চিংড়ির খোসা রপ্তানি করা হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিএফডিসি সভায় জানান যে, বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মৎস্য অধিদপ্তর, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহ সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, ক) রপ্তানীযোগ্য মাংসের গুনগত মান নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার (সিডিআইএল) থেকে জীবানুমুক্ত সার্টিফিকেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	(ক) রপ্তানিযোগ্য মৎস্য সম্পদ এবং মাংসের গুনগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হবে। (খ) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) মাছের বর্জ্য/ উপজাত দ্রব্য জিডিপিতে অন্তর্ভূক্ত করার এবং এ সকল দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। (ঘ) বিদেশে বাংলাদেশী ব্যবসায়ী সমন্বয়ে গড়ে উঠা মার্কেটে মৎস্য, মাংস	অতিঃ সচিব(প্রাস-২), যুগ্মসচিব (মৎস্য), যুগ্মসচিব, ব্লু-ইকোনমি, যুগ্মসচিব, (প্রাস-১), চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

		থেকে ভেটেরিনারি হেলথ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, সিডিআইএল থেকে মাংস রপ্তানির জন্য এনথ্রাক্স ও সালমোনেলা রোগমুক্ত সনদ প্রদান করা হয়।	ও এদের ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	
৭.	দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভি, মহিষের জাত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জানান যে, নির্দেশনাটি বাস্তবায়নাধীন। **দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভী ও মহিষের জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলো চলমান আছেঃ** ● ৩৬৮০.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৫-জুন, ২০১৯ মেয়াদে "কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম ও সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)" ● ৪২৮০৩৬.৪৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৯-ডিসেম্বর, ২০২৩ মেয়াদে "লাইভস্টক এন্ড ডেইরী ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প" ● ২৩২৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৬-জুন,২০১৯ মেয়াদে "ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প" ● ১৬২৯৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১৮-সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মেয়াদে "মহিষ উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্প" ৪৪১৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৪-জুন, ২০১৯ মেয়াদে "ব্রিড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজনী টেষ্ট প্রকল্প" মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গাভী, ষাড় ও মহিষের কৌলিকমান উন্নয়ন, কৃত্রিম প্রজননের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গবেষণায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	(ক) মাঠ পর্যায়ে গবাদিপশু, দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন দিতে হবে এবং এর চাহিদা ও উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ ও অর্জন নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয়ে সভা করতে হবে। খ) উন্নত জাতের গবাদি পশু উৎপাদনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করতে হবে। (গ) কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২)/যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মহাপরিচালক, বিএলআরআই
৮.	কুমির থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণির চামড়া সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে	নির্দেশনাটির কার্যক্রম এ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত না হওয়ায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রেরিত পত্রের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	নির্দেশনাটি এ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বিধায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত পত্রের ফলোআপ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৯.	সমুদ্র বিজয়ের ফলে পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও আহরণ নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে হওয়ার পদক্ষেপ নিতে হবে।	সভায় বিষয়টি বাস্তবায়িত মর্মে আলোচনা হয়। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া।	চলমান প্রক্রিয়া ফলোআপ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য), যুগ্ম-সচিব (ব্লু ইকোনমি), যুগ্ম-প্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
১০.	দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে	সভায় বিষয়টি বাস্তবায়িত মর্মে আলোচনা হয়। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া।	চলমান প্রক্রিয়া ফলোআপ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

	হবে।			
১১.	দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে লক্ষ্যে মহিষ উন্নয়ন (২য় পর্যায়)-শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৩/১০/১৮ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ভোলা জেলার বিভিন্ন চরসহ অন্যান্য উপকূলীয় চরাঞ্চলে বেসরকারি পর্যায়ে মহিষ খামার স্থাপনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।	প্রকল্পটির পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রাস-২), যগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১২.	Black Bengal Goat -এর মাংস মধ্যপ্রাচ্যে খুবই জনপ্রিয় বিধায় প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে জোরদার করে মধ্য প্রাচ্যের বাজারে স্থান করে নেয়া যেতে পারে।	Black Bengal Goat-এর উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রকল্পটি চলমান আছে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়ঃ • ৪১৪৩.৪৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ার, ২০১৮-ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে "ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল ও সম্প্রসারণ প্রকল্প" **এছাড়া, নিম্নলিখিত প্রকল্পটি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছেঃ** ৫৭৪০২৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে **"ব্লাক বেঙ্গাল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প"**	Black Bengal Goat-এর উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে চলমান প্রকল্প গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্মপন্ন করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২)/যুগ্মপ্রধান মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ বিএলআরআই
১৩.	বিদেশে প্রচুর চাহিদার প্রেক্ষিতে ভেড়ার মাংস উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ভেড়ার মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য খামার রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম আছে। ভেড়ার মাংস জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যেমে প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	(ক) ভেড়া ও মাংসের উপকারিতা জনপ্রিয় করার জন্য ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিত প্রচার করতে হবে। (খ) সকল ভেড়ার খামার রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা নিতে হবে। (গ) ভেড়া, ছাগল ও মহিষের ক্ষেত্রে ৫% হারে সুদে ঋণ প্রদানের জন্য প্রেরিত পত্রের ফলোআপ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস- ২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএলআরআই
১৪.	মালয়েশিয়াতে ঝিনুকের চাহিদা থাকায় কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, চীন, থাইল্যান্ড, জাপান, তাইওয়ান, সিংগাপুরসহ কয়েকটি দেশে জীবন্ত কাঁকড়া এবং কুচিয়া নিয়মিত রপ্তানি করা হচ্ছে। এছাড়া, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, জার্মানী, যুক্তরাজ্য ও কোরিয়াসহ অন্যকয়েকটি দেশে হিমায়িত কাঁকড়া রপ্তানি করা হচ্ছে। ডিসেম্বর/২০১৮ মাসে ০.৩০ মিলিয়ন ইউ এ ডলার মূল্যের কাঁকড়া এবং ৩.১৯ মিলিয়ন ইউ এস ডলার মূল্যের কুচিয়া রপ্তানি করা হচ্ছে।	(ক) কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বনবিভাগ হতে কুচিয়া রপ্তানির তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএফআরআই
১৫.	গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাঁস-মুরগির খামারসহ যে সকল খামারে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তদারকি করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) নীতিমালা অনুযায়ী ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছর হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ৩৪ কোটি ৭৬ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং ক্রমপুঞ্জিতভাবে ২৪ কোটি ২৫ লক্ষ ০৭ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে। খ) ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। (ঘ) মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ সম্পূর্ণ সুদমুক্ত। শুধুমাত্র ৫% হারে সার্ভিস চার্জ নেয়া হচ্ছে। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, ক) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ	ক) ক্ষুদ্র ঋণ ও ঘূর্ণায়মান তহবিলের অর্থ বিতরণ ও আদায় নীতিমালা অনুযায়ী অব্যাহত রাখাসহ অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে। খ) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি প্রদানের বিষয়ে পদ্ধতিগত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (গ) ঋণের ব্যাপারে	অতিঃ সচিব (প্রাস-২)/ যুগ্মসচিব (মৎস্য) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

		কার্যক্রমের আওতায় ১৯৯৬-৯৭ হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৭০ জন সুফলভোগীর মাঝে সর্বমোট ৮৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা (মূল বিনিয়োগ+পুণঃ বিনিয়োগ) বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৬৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা, আদায়ের হার ৭৮.০১%। বিতরণ নীতিমালা অনুযায়ী ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে ঋণ বিতরণ অব্যাহত আছে। খ) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে। গ) যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ঙ) ঋণের ব্যাপারে অডিট নিষ্পত্তির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।	বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (ঘ) প্রাণিসম্পদের ন্যায় মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রে ৫% সরল সুদে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (ঙ) ঋণের জন্য অডিট নিষ্পত্তির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	
১৬.	মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।	সভায় বিষয়টি বাস্তবায়িত মর্মে আলোচনা হয়। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া।	মাছে ফরমালিন মিশ্রন রোধে এবং মৎস্য ও পশুখাদ্যে ভেজাল রোধে আইন প্রয়োগসহ মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), যুগ্মসচিব (মৎস), মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএলআরআই
১৭.	এ মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উইংয়ের জন্য একটি করে দুইটি অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃজনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভাকে জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যের ভিত্তিতে তথ্যাদি গত ০৭ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে গত ২৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের পত্রে ০৬ (ছয়) টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে এবং ১৫(পনের) টি সহায়ক পদ অস্থায়ীভাবে সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। ১৫(পনের) টি সহায়ক পদ অস্থায়ীভাবে সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপনের জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	০৬ (ছয়) টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে এবং ১৫(পনের) টি পদ অস্থায়ীভাবে সৃজিত পদের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৮.	বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, ক) খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির স্থাপন করা হচ্ছে। খ) সাস্টেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রজেক্ট এর আওতায় ৩টি ফিস হেলথ ডায়াগনস্টিক ল্যাব (চট্টগ্রাম, গোপালগঞ্জ, খুলনা) এবং ৩টি ফিস কোয়ারেন্টাইন ল্যাবরেটরি (টেকনাফ, ভোমরা, মংলা) স্থাপনের সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রস্তাবিত "Promoting Quality and Safety Compliance of Fish and Fishery Products in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক হাওড়াঞ্চলে (সিলেট) Disease Testing Lab স্থাপনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং প্রকল্পটি অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	(ক) প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ল্যাবরেটরি স্থাপন করতে হবে। (খ) প্রকল্প অনুমোদনের বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
১৯.	সরকারি চিড়িয়াখানা, মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি থেকে যে রাজস্ব আয় হয় তার একটি নির্দিষ্ট পরিমান অংশ ঐ	অর্থ বিভাগের অনুসন্ধান মোতাবেক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে পত্র দেয়া হয়েছে এবং সর্বশেষ ১৬/০১/২০১৯ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে তথ্য প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	অর্থ বিভাগের অনুসন্ধান মোতাবেক জরুরি ভিত্তিতে তথ্য প্রেরণ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর,

	প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবে।			
২০.	২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ যাতে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারে তার জন্য সকলকে একসাথে কাজ সরতে হবে।	২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ যাতে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারে তার জন্য এ মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/ দপ্তর/সংস্থা আন্তরিকতার সাথে কাজ করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	নির্দেশনাটি বাস্তবায়নের জন্য সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (সকল)/যুগ্মসচিব (সকল)/ যুগ্মপ্রধান/সকল সংস্থা প্রধান
২১.	২০০৯-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত দু'টি বার্ষিক প্রতিবেদনকে সমন্বিত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	সভায় নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে আলোচনা হয়।	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
২২.	মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো সংশোধন ও পুনর্গঠন করে ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি প্রদানকৃত ১৫৩১টি পদের প্রস্তাবে অর্থ মন্ত্রণালয় অসম্মতি জ্ঞাপন করেছে এবং ৬০০টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্মতি প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করেছে। মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে ৪ হাজার ৫৫৪টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ সৃজনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	পদ সৃজনের বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ
২৩.	মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থানে এবং কক্সবাজারের সোনাদিয়াতে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের উপস্থিতির ওপর জরিপ পরিচালনা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, নির্দেশনাটি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম ফলোআপ করা হচ্ছে।	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়। পরবর্তী কার্যক্রম ফলোআপ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
২৪.	বাণিজ্যিক চাষের উদ্দেশ্যে মুক্তার আকার বড় করার ওপর গবেষণা জোরদার করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, ইনস্টিটিউট থেকে ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ইতোমধ্যে সফলতা অর্জিত হয়েছে। প্রযুক্তিটি প্রমিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে গবেষণা অব্যাহত আছে।	গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
২৫.	কোন ধরণের Treatment ছাড়া প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত মুক্তা বহু বছর রেখে দিলে এক সময় মুক্তাগুলি বিলীন (Disappear) হয়ে যায় কেন, এর কারণ অনুসন্ধান।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, ইনস্টিটিউটে এ বিষয়ে গবেষণা অব্যাহত আছে।	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

২৬.	ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তার চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে এর উপর গবেষণা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, ইনস্টিটিউট থেকে ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ইতোমধ্যে সফলতা অর্জিত হয়েছে। প্রযুক্তিটি প্রমিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে গবেষণা অব্যাহত আছে।	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
২৭.	গণভবনের লেক মুক্তা চাষের উপযোগী হলে সেখানে মুক্তার প্রর্দশনী চাষ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভাকে অবহিত করেন যে, নির্দেশনাটি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।	গণভবনের লেক-এ মুক্তা চাষের বর্তমান অবস্থা জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
২৮.	উপরোল্লিখিত কাজ সুষ্ঠুভাবে করার লক্ষে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, ইতোমধ্যে ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহিত প্রকল্পের আওতায় ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন গবেষণার পাশাপাশি ঝিনুকের প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন, উৎপাদিত মুক্তার আকার বৃদ্ধি ও রং প্রমিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। অগ্রগতি সভায় জানানো হবে।	ক) ডিপিপি অনুমোদিত হয়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান এবং নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়। খ) উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
২৯.	জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুষন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, ৫২টি পদ সৃজিত হয়েছে। রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	পদ সৃজনের কার্যক্রম ফলোআপ করতে হবে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজস্ব বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির ন্যায় যে সকল নির্দেশনাসমূহ শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধান-কে শতভাগ বাস্তবায়ন মর্মে প্রতিবেদন দিতে হবে। এরুপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নির্দেশনাটি বাস্তবায়ন মর্মে গণ্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জানাতে হবে।

৫। বিগত ০১/০৪/২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন:

ক্রঃ নং	আলোচ্যসূচি	মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহ	আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিবরণ	বাস্তবায়নে
১	দেশের অর্থনীতিতে সমুদ্র সম্পদের অপার সম্ভাবনা বিবেচনায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসহ দেশের মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন।	ক) মৎস্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় ১,৫৩১টি পদ সৃজনের প্রস্তাব পুনরায় অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। খ) ৬০০টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের সম্মতি প্রদানের প্রস্তাব পুনরায় অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। গ) ১৬টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেক পোস্টের জন্য ৪২৪টি পদ জরুরী ভিত্তিতে সৃজনের নিমিত্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি প্রদানকৃত ১৫৩১টি পদের প্রস্তাবে অর্থ মন্ত্রণালয় অসম্মতি জ্ঞাপন করেছে। খ) ৬০০টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্মতি প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করেছে। মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে ৪ হাজার ৫৫৪টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ সৃজনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গ) সার্ভেল্যান্স চেক পোস্টের জন্য ৪২৪টি	যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

			পদ সৃজনের বিষয়ে বিগত ২৮/১০/২০১৮ তারিখে এই মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর-কে পত্র দেয়া হয়।	
২	পরিবেশবান্ধব ও উন্নত চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে টেকসই ভিত্তিতে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও নির্মাণ এবং চিংড়ি চাষিকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান।	ক) প্রান্তিক চিংড়ি চাষিকে এক অংক বিশিষ্ট সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। খ) উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডারের স্লুইসগেটসমূহ সংস্কার/পুনঃনির্মাণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, তথা পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিগত ২৪/০৫/১৬ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। খ) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিগত ২৪/০৫/১৬ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৩.	নিরাপদ মৎস্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, **NRCP** -এর আওতা বৃদ্ধিকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান।	ক) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখার ১৩৬টি পদ সৃজনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। খ) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নির্দিষ্ট হারে প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ ।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখার ১৩৬টি পদ সৃজনের বিষয়ে বিগত ২৮/১০/২০১৮ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খ) ঝুঁকিভাতা/প্রণোদনা অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিগত ০২/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ফলোআপ করে অগ্রগতি পরবর্তী সভায় জানাতে হবে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৪.	টেকসইভিত্তিক জাতীয় মাছ ইলিশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ''ইলিশ উন্নয়ন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন''।	ক) ইলিশ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য দরিদ্র জেলেদের সঞ্চয়ী করে তোলা ও আপদকালীন জীবিকা পরিচালনা এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের সহায়ক তহবিল গঠনের নিমিত্ত 'একটি বাড়ী,একটি খামার' প্রকল্পে অনুসৃত মডেলের অনুরূপ প্রাথমিকভাবে সরকারি অনুদানভিত্তিক ''ইলিশ উন্নয়ন ট্রাস্ট ফান্ড'' গঠনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় আরো পরীক্ষা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ECOFISH প্রকল্পের মাধ্যমে ৩.৫ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২ কিস্তি বাবদ ২.৩২ কোটি টাকা ব্লক ফান্ডে হস্তান্তরিত হয়েছে। আরো বাজেট বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৫.	প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ির রেণু/পোনা আহরণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে চিংড়ি পোনা আহরণকারী দরিদ্র জেলেদের ভিজিএফ সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।	ক) প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা আহরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৬.	রুইজাতীয় মাছের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী সংরক্ষণ এবং এ নদীতে স্থাপিত	ক) মাছের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা (Genetic purity) অক্ষুন্ন রাখতে হালদা নদীকেন্দ্রিক বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মাননীয়	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, সভায় বিষয়টি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া।	যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/

	৪০ কি.মি. দীর্ঘ অভয়াশ্রম স্থায়ীভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, অর্থের সংকুলান ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়।	মূখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, ওয়াসা এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমন্বয় করার পদক্ষেপ গ্রহণ।		মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৭.	মৎস্যখাদ্যে স্থানীয়ভাবে আমিষের উৎস বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ।	মাছের জন্য তৈরি খাদ্যের মূল্য ক্রয়সীমার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে, বিশেষতঃ মৎস্যখাদ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আমিষের উৎস বৃদ্ধির লক্ষ্যে সয়াবিন ও ভুট্টার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, সভায় বিষয়টি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া।	যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৮.	তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের সেচ ক্যানেলে মাছচাষ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান।	তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের সেচ ক্যানেলে সমাজভিত্তিক মাছচাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের নিমিত্ত পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে সদয় নির্দেশনা প্রদান।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তরের ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে বিগত ২/১১/২০১৫ খ্রি. তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বিত অংশগ্রহণে সেচ ক্যানেলে সমাজভিত্তিক মাছচাষ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

৬। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০৪/০২/২০১৯
(মোঃ রইছউল আলম মন্ডল)
সচিব